দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আগামিতে পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় টপটেন বা টপ টুয়েন্টি- এরকম কোনো তালিকা প্রকাশ করা হইবে না। সাংবাদিকদের এই কথা বলিয়াছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। যে উদ্দেশ্য নিয়া সেরা স্কুল বা কলেজ চিহ্নিত করার নিয়ম চালু করা হইয়াছিল, তাহা অর্জিত হয় নাই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফল হইয়াছে বিপরীত। একশ্রেণির শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ লিপ্ত হয় অসুস্থ প্রতিযোগিতায়। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের রীতি বহাল না রাখাই শ্রেয় মনে করিতেছে। এই চিন্তার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলিবার সুযোগ থাকিলেও বাস্তবতার বিবেচনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে যাইতেছে, তাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। তবে কোন স্কুলটি ভাল, কোনটি প্রত্যাশিত মাত্রায় মানসম্মত নয়, তাহা কেবল শিক্ষা কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে না। প্রকৃতপক্ষেই যে প্রতিষ্ঠানে ভাল লেখাপড়া হয়, সেটা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণকে বেশি আকৃষ্ট করিবে ইহাই স্বাভাবিক।

ইহাও অনস্বীকার্য যে, বেশিসংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করা কিংবা বেশি জিপিএ -৫ পাওয়া প্রতিষ্ঠান ভাল মানের এবং যাহারা খুব ভাল ফল করিতে পারে নাই, তাহাদের খারাপ স্কুল বলিয়া নিশ্চিত রায় দেওয়া যায় না। গ্রামের বা শহরতলীর কোনো স্কুল: যেইখানে মেধাবী শিক্ষার্থী কমই ভর্তি হয় এবং যেই সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকগণ অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট সামর্থ্যবান নহেন, সেইখানে প্রত্যাশিত ফল করা এইকালে বোধগম্য কারণেই সহজ নহে। সরকারিভাবে কোনো স্কুলকে সেরা তকমা দেওয়া হইলে তুলনামূলকভাবে পিছাইয়া পড়া স্কুলগুলির পক্ষে অগ্রসরতার সিঁড়িতে পা রাখা আরও বেশি কঠিন হইয়া পড়ে। সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিক এবং মানসিকভাবে একটি অসম পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হয়।

আমরা চাই শহর ও গ্রামের সব স্কুলই ন্যূনতম মানসম্মত হইবে। সেরা হওয়া জরুরি নহে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মান নিশ্চিত করিতে সর্বাগ্রে ভূমিকা রাখিতে হইবে শিক্ষকগণকে। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির ভূমিকাটিও এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধ করিতে হইবে, যাহাতে প্রকৃত যোগ্য প্রার্থিগণই নিয়োগ লাভ করিতে পারেন। অভিভাবকদের হইতে হইবে প্রযত্নশীল। ছেলেমেয়েরা যাহাতে নিয়মিত লেখাপড়া করে, সেইদিকে অভিভাবকের চাইতে আর কে বেশি নজর রাখিতে পারেন? শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ— সকলে মিলিয়া চাহিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানোন্নয়ন না ঘটিয়াই পারে না।